গোবিন্দগঞ্জ থানার ৫ পুলিশ কর্তৃক কিশোরী ধর্ষণের ঘটনার প্রাথমিক বিবরণী

কিশোরীর নাম সীমা ওরফে সুমা (১৪ বৎসর)
পিতার নামঃ জব্বার
গ্রামঃ দাড়িয়ারমাঠ
থানাঃ ভাঙ্গা
জেলাঃ ফরিদপুর

ঘটনাস্থলঃ গোবিন্দগঞ্জ থানা, গাইবান্ধা।

গোবিন্দগঞ্জ থানার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর অনুমতি নিয়ে vic সীমার সাথে ১১.১০.১৩ তারিখে গাইবান্ধা জেলখানায় দেখা করা হয়। সীমার নিকট থেকে জানা যায় গত ২৭.৯.১৩ তারিখ তার সৎমা আঞ্জুয়ারা তার বোনের বাড়ি বেড়াতে নিয়ে যাবার নাম করে তাকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয় বিকেল বেলা। ২৮.৯.১৩ তারিখে বেলা ১২টার দিকে তার মা তাকে মাস্তা নামক স্থানে অপেক্ষা করতে বলে চলে যায়। সন্ধ্যা হয়ে গেলেও তার মা না আসলে সে কান্নাকাটি করতে থাকলে লোকজন স্থানীয় চেয়ারম্যানের সহায়তায় তাকে গোবিন্দগঞ্জ থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে। পরে রাত্রে তাকে থানায় আনা হয়। থানায় একটি লম্বা রুমে তাকে রাখা হয়। ঐ রুমে নাসরিন নামে একজন মহিলা ছিল। দিনের বেলা সেও চলে যায়। ২৯.৯.১৩ তারিখ রাত্রে থানার লম্বা রুমে সীমা একা ছিল। তার সাথে লতা নামে একজন মহিলা পুলিশ ছিল। রাত্র ১০টার দিকে লতা খাওয়ার নাম করে চলে যায়। এর কিছুক্ষণ পর পুলিশ এসে তার হাত মুখ বেধে তাকে ধর্ষণ করে। ৫ জন পুলিশ তাকে পর্যায়ক্রমে ধর্ষণ করে। ফজরের আজানের আগ পর্যন্ত তাকে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের ফলে তার রক্তপাত হয়েছিল। পুলিশরা ধর্ষণ করে চলে যাওয়ার পর মহিলা পুলিশ লতা আসে। লতাকে সে ধর্ষণের কথা বলার চেষ্টা করে। তার কথা লতা শোনেনি। সেজন্য লতার উপর তার প্রচণ্ড ক্ষোভ। ধর্ষণের ঘটনা কাউকে না বলতে পুলিশ তাকে নির্দেশ দেয়। বিভিন্নভাবে ভয় দেখায়। সেজন্য ৩০.৯.১৩ তারিখে তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নেয়া হলে সে ভয়ে কিছু বলেনি। জেলখানায় সে একজন হাজতিকে প্রথমে ধর্ষণের বিষয়টি বলে। পরে জেলসুপারকে বললে জেলসুপার তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠালে সে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ধর্ষণের বিষয়টি বলে।

ম্যাজিস্ট্রেট ২.১০.১৩ তারিখে vic সীমার জবানবন্দী রেকর্ড করে গোবিন্দগঞ্জ থানার ওসিকে তা এজাহার হিসাবে গণ্য করার নির্দেশ দিলে ওসি তা ৪.১০.১৩ তারিখে মামলা হিসাবে রেকর্ড করে।

মামলাটির তদন্তের জন্য জেলা গোয়েন্দা শাখা, গাইবান্ধার ওসি আহসান হাবীবকে প্রদান করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শণ করে ১৪/১৫ জনের জবানবন্দী এবং ভিকটিম এর জবানবন্দী গ্রহণ করেছেন বলে

জানান। তিনি আরো জানায় ভিকটিম এর প্রদত্ত ঠিকানা অনুযায়ী তার পিতা মাতাকে পাওয়া যায়নি। মেডিক্যাল রিপোর্টের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তা পাননি বলে জানান।

১১.১০.১৩ তারিখে গোবিন্দগঞ্জ থানায় যাওয়া হয়। ওসি জানায় ফোনে তিনি সীমার খবর পেয়ে পুলিশের টহলরত টিমকে জানালে এস আই আজমলের নেতৃত্বে টহলরত টিমটি সীমাকে থানায় নিয়ে আসে। এবং ২৯.০৯.১৩ তারিখ সকালে এ ব্যাপারে থানায় একটি জিডি করা হয় যার নাম্বার ১৪৪৫ তিনি আরো জানান ২৯ তারিখ রাত্র ১২:১৫মিঃ থেকে তিনি থানায় ছিলেন না, তিনি ছুটিতে ছিলেন। সীমার বর্ণনানুযায়ী ঘটনাস্থলের রুমটিতে যাওয়া হয় এবং বর্নণার সত্যতা পাওয়া যায়।

জেল সুপারের সাথে ফোনে কথা বলে জানা যায় ভিকটিম সীমাকে ১১.১০.১৩ তারিখে 'সেফ হোম' রাজশাহীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর প্রতিনিধিরা ছাড়াও কোর্টের অনুমতি নিয়ে মহিলা পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, ব্লাস্ট-এর প্রতিনিধিবৃন্দ সীমার সাথে দেখা করে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের টিমে ছিলাম আমি সালমা জাবিন, সেলিনা আক্তার, জন অসিত দাস।

সীমা কর্তৃক প্রদত্ত তার আত্মীয়-স্বজন এর ঠিকানা সংযুক্ত করা হলোঃ

ভিকটিমঃ সীমা (১৪) @ সুমা
পিতাঃ জব্বার
গ্রামঃ দাড়িয়ার মাঠ
থানাঃ ভাঙ্গা
জেলাঃ ফরিদপুর

- সীমার বয়স যখন ৮ বছর তখন তার মা মারা যায়। সীমার মায়ের গর্ভে সীমা এবং সুজন নামে তার এক ভাই আছে। সীমার ভাই সুজন এ বৎসর এসএসসি পাস করে কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য ঢাকায় অবস্থান করছে।
- সীমার বাবা জব্বার চুলকিগুড়া বাজারে ধানের ব্যবসা করে। বাজারটিতে ধানের হাট বসে।
- সীমার দাদীর নাম ফজিলা। তিনি জীবিত আছেন।
- সীমার সৎ মায়ের নামঃ আঞ্জুয়ারা

পিতাঃ আলীম (আলীম ধানের ব্যবসা করেন)
গ্রামঃ দাড়িয়ার মাঠ
থানাঃ ভাঙ্গা
জেলাঃ ফরিদপুর

- বান্ধবীর নামঃ

১) শাপলা (৮ম শ্রেণীতে পড়ে)
পিতাঃ হরমুজ (কৃষিকাজ করে)
গ্রামঃ দাড়িয়ার মাঠ
থানাঃ ভাঙ্গা
জেলাঃ ফরিদপুর

২) লিজা (পড়াশোনা করেনা)
পিতাঃ মনির (ঢাকায় কাজ করে)
গ্রামঃ দাড়িয়ার মাঠ
থানাঃ ভাঙ্গা
জেলাঃ ফরিদপুর

- সীমা হাজী মজিম উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত। এক বৎসর আগে থেকে পড়াশোনা করছে না।
- ষীমার নানা মৃত রাজ্জাক (একই গ্রামের) মামার নাম সুলতান বিদেশ থাকে